মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৯১২

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৫. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - তাশাহুদ

আরবী

وَعَن عبد الله بن الزبير قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَزَاد أَبُو دَاوُد وَلَا يُجَاوز بَصَره إِشَارَته

বাংলা

৯১২-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে বসা অবস্থায় ''কালিমায়ে শাহাদাত'' দু'আ পাঠ করতেন, নিজের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচড়া করতেন না। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[1]

আবূ দাঊদ এ শব্দগুলোও নকল করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টি ইশারা করার বাইরে অতিক্রম করতো না।[2]

ফুটনোট

[1] শা-য : আবূ দাঊদ ৯৮৯, নাসায়ী ১২৭০। সানাদের সকল রাবী বিশ্বস্ত হলেও মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান-এর মধ্যে স্মৃতিশক্তিজনিত দুর্বলতা রয়েছে। তবে তাঁর হাদীস হাসানের স্তর থেকে নিচে নেমে যাবে না। এজন্য হাকিম (রহঃ) বলেছেনঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহীহ মুসলিমে তাঁর ১৩টি হাদীস শাহিদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তী 'আলিমগণ তার মুখস্থশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেনঃ সে মুখস্থশক্তির ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। এসব মতামতের ভিত্তিতে হাদীসের সানাদটি যে সহীহ তা সুস্পষ্ট। তবে لَا يُحَرِّكُهَا অংশটুকু শাহ বা মুনকার। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু 'আজ্লান এর উপর স্থির থাকতে পারেনি। তিনি কখনোও তা উল্লেখ করেছেন আবার কখনও করেননি। আর এ অংশটুকু না হওয়ার সঠিক কারণ মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান ছাড়া অন্য কেউ এ অতিরিক্তাংশটুকু উল্লেখ করেননি। অতিরিক্তাংশটুকু ছাড়াই ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা তা বর্ণনা করেছেন।

[2] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ৯৯০, নাসায়ী ১২৭০।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (إِذَا دَعَا) ‘যখন তাশাহুদ পড়বে’ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে তর্জনীকে তাশাহুদের শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে রাখবে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি প্রাধান্য মত হলো সালামের মাধ্যমে সালাতের শেষ পর্যন্ত সর্বদাই তর্জনী দ্বারা ইশারা করা। আর আমাদের শায়খ, নাযীর হুসায়ন দেহলবী সুস্পষ্ট করে বলেছেন তাঁর ফাতাওয়াতে যে, সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারী ব্যক্তি তাশাহুদের পরে দু‘আ করা শেষ পর্যন্ত তর্জনীকে উঠিয়ে রাখবে।

সুতরাং সামগ্রিক অর্থ হলোঃ ইশারার সময় আসমানের দিকে না তাকায় বরং যেন আঙ্গুলের দিকে তাকায় আর চোখ যেন এটা অতিক্রম না করে।

হাদিসের মান: সহিহ/যঈফ [মিশ্রিত] পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55471

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন